জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত।

Jagadindra Deb Raykat

জলপাইগুড়ী

জল্পেশ-টেম্পল-কমিটী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১ম সংস্করণ।
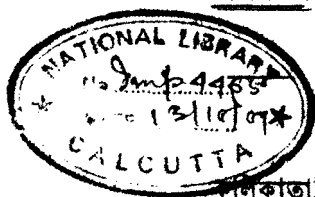
কলিকাতা,
১/১ শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত প্রেসে
শ্রীউমেশ চন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৩।

বিজ্ঞাপন।

গত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির রক্ষার্থে বর্ত্তমান কমিটী গঠিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিগণই ইহার প্রাচীন অবস্থা বা ইতিবৃত্ত অবগত নহেন। এরূপ সুবৃহৎ প্রাচীন কীর্ত্তির পূর্ব্ব বিবরণ জানিবার জন্য অনেকেরই ইচ্ছা হইয়া থাকে, কিন্তু কেহই এতদিন তাহা প্রকাশ করিতে যত্নবান হন নাই। গত ১৩০৩ সালের ১৮ই ও ২৫ শে আষাঢ় ও ১লা শ্রাবণ তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীমোহন দাস মহাশয় হিন্দুরঞ্জিকা নামক পত্রিকায় এতৎ সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা এবং কতকগুলি পৌরাণিক পুস্তক ও ইতিহাস আদি অবলম্বনে, কমিটীর বর্ত্তমান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কুমার জগদিন্দ্র দেব রায়কত মহাশয় বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে এই পুস্তকের লিখিত বিবরণ সমূহ সংগ্রহ এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার নব্যভারতের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার ভাষাগত দোষ দেখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য কমিটী তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। এক্ষণে ইহা সাধারণের পাঠোপযোগী হইলে এবং ইহার আয় দ্বারা এই জীর্ণপ্রায় মন্দির সংস্কার করে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাহায্য হইলেই সমস্ত পরিশ্রমকে সার্থক বিবেচনা করিব।

জলপাইগুড়ী
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৩ } প্রকাশক।

জল্পেশ্বর শিব মন্দির
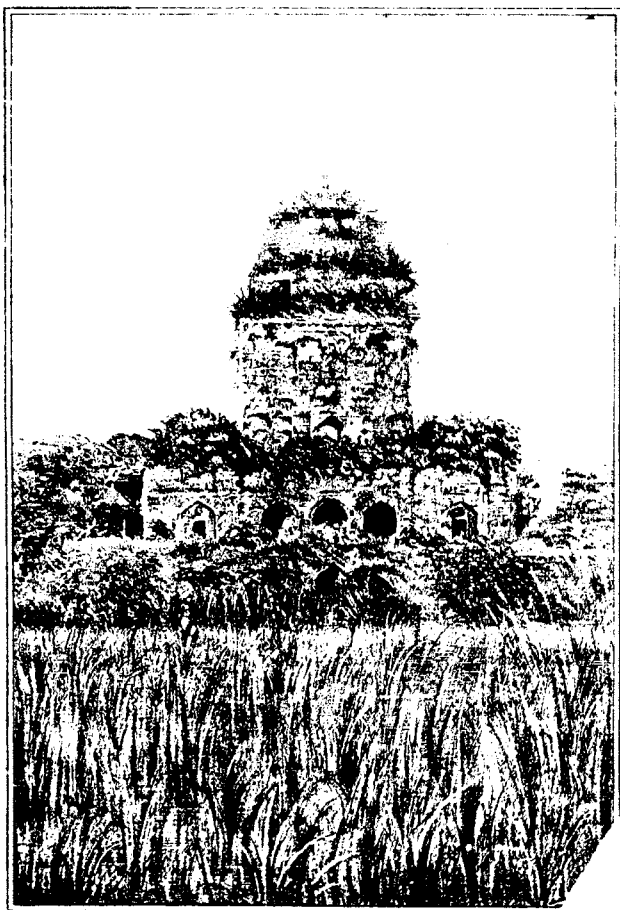
জল্পেশ্বর মন্দিরের ইতিবৃত্ত।

জলপাইগুড়ী জেলার পশ্চিম ভূটানদুয়ার অন্তর্গত ময়নাগুড়ী পরগণার মধ্যস্থিত জল্পেশ নামক স্থানে ৺ মহাদেবের একটী প্রাচীন বৃহদায়তন কারুকার্য্য-শোভিত মন্দির আছে। ইহা জল্পেশ্বর মন্দির নামে খ্যাত। ইহার ন্যায় উত্তর বঙ্গ, কোচবিহার ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির ব্যতীত আর কোন দেবমন্দির আছে বলিয়া বোধ হয় না। উক্ত মন্দির জলপাইগুড়ীর সহর হইতে পূর্ব্বদিকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই প্রাচীন মন্দিরের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১৮ই ও ২৫শে আষাঢ় এবং ১লা শ্রাবণের প্রকাশিত হিন্দুরঞ্জিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"জল্পেশ্বরের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন আসাম বা প্রাগজ্যোতিষপুরের ইতিহাস কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত। প্রাচীন কালে বর্ত্তমান আসামকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিত। কথিত আছে যে, ব্রহ্মা এই স্থানে বসিয়া সর্ব্বপ্রথমে নক্ষত্র গণনা করিয়াছিলেন।

তদনুসারে এই দেশের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইয়াছিল। প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বা কামরূপের আয়তন নিম্নে যোগিনীতন্ত্র হইতে লিখিত হইল।

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য, ত্রিংশত যোজন বিস্তীর্ণ,
যাবদ্দিক্করবাসিনী। দীর্ঘেন শত যোজনম্॥
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরি; কামরূপং বিজানিহী,
করতোয়াস্তু পশ্চিমে॥ ত্রিকোণাকারমুত্তমম্।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দীক্ষুনদী, ঈশানে চৈব কেদারো,
পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে। বায়ব্যাং গজ শাসন॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য, দক্ষিণে সঙ্গমে দেবী,
লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥ লাক্ষায়া ব্রহ্মরেতসঃ।
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ ত্রিকোণ মেব জানিহী,
সর্ব্ব শাস্ত্রেষু নিশ্চিত। সুরাসুর নমস্কৃতম্॥"

করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। ইহার উত্তর সীমায় কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্ব্বসীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠ দীক্ষু নদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল। এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ সর্ব্ব শাস্ত্রেরই অনুমোদিত। এই সুরাসুর-পূজিত কামরূপ ত্রিকোণাকার। ইহার দৈর্ঘ্য একশত যোজন এবং বিস্তার ৩০ যোজন। কামরূপের ঈশান কোণে কেদার, বায়ু কোণে গজশাসন এবং দক্ষিণে ব্রহ্মরেতা ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল।

কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে—

"করতোয়া সত্য গঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রিতা।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদ্দেশং পুরং তদা॥"
কালিকা-পুরাণ।

করতোয়া নামক সত্য গঙ্গা হইতে পূর্ব্বদিকে ললিত-কান্তা পর্য্যন্ত এই পুর বিস্তৃত (ললিতকান্তা দিকরবাসিনীর নিকট) কামরূপ-বুরুঞ্জিমতেও ইহার উত্তর সীমা কঞ্জগিরি বা ভূটানের পার্ব্বত্য-প্রদেশ, পূর্ব্বে মহাচীন বা চীন সাম্রাজ্য, দক্ষিণে লাক্ষানদী (এই নদী ব্রহ্ম পুত্র হইতে পৃথক বঙ্গদেশের সীমারূপে প্রবাহিত) ও পশ্চিমে কর-তোয়া নদী।

যোগিনী-তন্ত্রের মতে এই বিস্তৃত রাজ্য নয়যোনী পীঠে বিভক্ত যথা।

"উপবীথিশ্চ, বীথিশ্চ, উপপীঠঞ্চ পীঠকম্।
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্॥
বিষ্ণুপীঠং মহাদেবী রুদ্রপীঠং তদন্তরম্।
নবযোনী রিতিখ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ॥"

এতদ্ব্যতীত যোগিনী তন্ত্র পাঠে আরও কতকগুলি পীঠের নাম পাওয়া যায়, যথা—সৌমার পীঠ, শ্রীপীঠ, রত্নপীঠ ইত্যাদি।

"পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর এই দেশের সর্ব্ব প্রথম রাজা। তৎকালে এই দেশ অস-

ভ্যতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। নরক নারায়ণের বরে দেব দ্বিজ সকলের অজেয় হইয়াছিল। নরকের অত্যাচারে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণ বিশেষ উৎপীড়িত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে নরকাসুরের নিধন করেন ও তৎপুত্র ভগদত্তকে তাহার রাজ্যে স্থাপিত করেন। তদবধি ভগদত্তও উক্ত রাজ্যের রাজা হন ও বিপুল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

"মহাভারত সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে মহাবীর অর্জ্জুন যখন অপরাপর রাজাদিগকে স্ববশে আনয়নার্থ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপনীত হন, তখন ভগদত্তের সহিত তাঁহার ঘোরতর রণ হয়। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন ভগদত্তকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হওয়ায়, মিষ্ট বচনে তাঁহাকে স্ববশে আনয়ন করেন। এই স্থলে ভগদত্তকে চীন ও সমুদ্রতীরস্থ রাজগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন সহিত যুদ্ধ করিতে দেখা যায়।

সকিরাতৈশ্চ চীনশ্চ বৃতঃ প্রাগ্জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ॥

তিনি কিরাত, চীন এবং সমুদ্র তীরবর্ত্তী রাজন্য বৃন্দ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়েও ভগদত্ত চীন ও কিরাতসেনা দিয়া দুর্য্যোধনকে সাহায্যে করিয়াছিলেন। অনেক স্থলে

এই কিরাতদিগকে ম্লেচ্ছ এবং স্থানবিশেষে কামরূপেশ্বরকে "ম্লেচ্ছানামাধীপ" এবং কামরূপের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই কিরাত দেশগুলিকে ম্লেচ্ছদেশ বলা গিয়াছে। প্রকৃত কামরূপ দেশেরও গ্রন্থবিশেষে ম্লেচ্ছদেশ নাম দেখা যায়, ইহাতে বোধ হয়, ভগদত্ত ঐ সমস্ত রাজমণ্ডলীর উপর রাজ চক্রবর্ত্তী ছিলেন ও সমুদ্র তীরস্থ দেশের দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে বর্ত্তমান নিম্ন বাঙ্গালা সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল।

"ভগদত্ত বহুকাল শিবারাধনা ও তপস্যা করিলে মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগদত্তকে এক মহাশক্তি প্রদান করেন। উক্ত মহাশক্তি রাজা ভগদত্ত কবচ স্বরূপ স্বীয় বাহুদেশে ধারণ করিতেন এবং কথিত আছে যে, যে দিন তিনি উক্ত কবচ শরীরে ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিতেন, সেই দিনই দেব দানবের অজেয় হইতেন। মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব পাঠে জানা যায় যে, ভগদত্ত যে দিন উক্ত শক্তি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে গিয়াছিলেন, সেই দিনই অর্জ্জুন হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

"এই অক্ষয় কবচ কুরুক্ষেত্রের কোন স্থানে বহুকাল যাবত পতিত ছিল। তৎপর প্রাচীন কমতাপুর বা গোসানীমারির রাজা নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ উক্ত শক্তি আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীতে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপিত করেন। অদ্যাপিও উক্ত অক্ষয় কবচ গোসানী-

মারিতে দেবীর অনুরূপ বিবেচনায় পূজিত হইতেছে।

"ভগদত্তের পর আরও ২৩ জন নৃপতি ক্রমান্বয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহারা কতকাল রাজত্ব করেন, তাহা নিরূপণ করা বড়ই দুরূহ। ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন রাজার বিবরণ যোগিনী-তন্ত্রে ও আসাম-বুরুঞ্জিতে পাওয়া যায়। উপরি উক্ত ২৩ জন রাজা অনুমান ৬০০ পূঃ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মগধে জরাসন্ধ বংশীয় রাজগণের সমকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিতেন।

"পরম বিদ্যোৎসাহী জনাগড়ের নবাবের সরকার হইতে প্রদত্তব্যয়ের দ্বারা নেপালের খোদিত লিপি সমস্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার জন্য বোম্বের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডাক্তার ভাউদাজির উপযুক্ত ছাত্র ডাক্তার ভগবান লাল ইন্দ্রজি নিযুক্ত হন। ডাক্তার ভগবানলাল নেপাল গমন করতঃ ২৩ খণ্ড শিলালিপি সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান এণ্টি-কোয়েরি নামক প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকায় উক্ত শিলা-লিপির অনুবাদ ডাক্তার ভুলার প্রকাশ করেন। উক্ত শিলালিপির পঞ্চদশ শ্লোক নিম্নে লিখিত হইল।

"সাস্তদান্তি সমূহ দন্ত মুষল ক্ষুন্নারি ভূভৃচ্ছিরো
গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশলপতি শ্রীহর্ষদেবাত্মজা।
দেবীরাজ্য মতি কুলোচিত গুণৈর্যুক্তা প্রভূতা কুলৈ
র্যেনোঢ়া ভগদত্ত রাজকুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষাভূজা॥"

বঙ্গানুবাদ,—যাহার মত্ত মাতঙ্গ সমূহের মুষল সদৃশ দণ্ড দ্বারা শত্রু নরপতিগণের মস্তক বিচূর্ণিত হইয়াছে, সেই গৌড় উড্র কলিঙ্গ ও কোশল ইত্যাদি রাজ্যের অধিপতি শ্রীহর্ষ দেবের কন্যা [যিনি ভগদত্ত রাজবংশজাত এবং কুলোচিতগুণ-বিশিষ্টা, ও লক্ষ্মী] সদৃশা দেবী রাজ্য মতিকে (মহারাজ জয় দেব) বিবাহ করিয়াছিলেন।

"পণ্ডিত ডাক্তার ভগবানলাল ইন্দ্রজির মতে উক্ত শ্রীহর্ষদেব কামরূপের রাজা ও ভগদত্তের বংশীয় ছিলেন। তিনি গৌড়, উড্র, (উড়িষ্যা) কলিঙ্গ ও কোশল, (মিথিলা) প্রভৃতি রাজ্য নিজ করতলে আনয়ন করেন, এবং উপরি উক্ত দেশ সমূহের বিজেতা নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। জয়দেব নেপালের লিচ্ছবিবংশের রাজাদের আদিপুরুষ এবং অনুমান ১৪৬ পূঃ খ্রীঃ নেপাল রাজ্য স্থাপন করেন। এই লিচ্ছবিবংশীয় রাজগণ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র হইতে ৮ম পুরুষে লিচ্ছবি নামে কোন রাজা অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

"তাঁহার নামানুসারে উক্ত বংশের নাম লিচ্ছবিবংশ হয়। শ্রীযুক্তরমেশচন্দ্র দত্তের মতে উক্ত লিচ্ছবিবংশ শক-জাতীয় তুরেণীয় ব্রিজিবংশজাত। মগধে মৌর্য্যবংশের পর যখন গুপ্ত বংশের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন প্রাচীন বৈশালী বা মিথি-লায় তুরেণীয় শক জাতীয় ব্রিজি জাতি স্বাধীনভাবে রাজত্ব

করিতেছিলেন। ইহারাই উত্তরকালে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লিচ্ছবি নাম ধারণ করেন এবং এই বংশের রাজা শিবদেবের পুত্র উক্ত জয়দেব নেপালে রাজ্য স্থাপন করেন।

চীন-পরিব্রাজক সুপ্রসিদ্ধ হুয়েন সাং খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ভারতে আগমন করিয়া কামরূপের যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"To the east and beyond a great river (the Bramhaputra) was the powerful kingdom of Kamrup, 2000 miles in circuit, it apparently included, in those times, modern Assam, Manipur, Kachar, Mymenshing and Symet. The soil was rich and was cultivated, grew cocoa-nuts and bread-fruits in abundance. The climate was soft and temperate, the manners of the people was simple and honest. The men were of small structure, of a dark yellow complexion and spoke a language different from Mid-India. They are however impetuous with very retentive memories and very earnest in their studies.

"The people have no faith in Budha and adored and sacrificed to the Devas. There were about 100 Deva Temples, of Budhist Sangramas there were none. The king was a *Bramhan* by caste, Vaskar Barman by name and had the title of Kumar. It is said that Haiang Sung was introduced by this king to the great Siladitya of Kanouj"

"এই ভাস্কর বর্ম্মণ পূর্ব্বোক্ত হর্ষদেব বা হর্ষ-বর্ম্মণের অধস্তন বংশধর। হুয়েন সাং ইহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া গিয়া-

ছেন। কিন্তু বর্ম্মণ উপাধি ক্ষত্রিয় পরিচায়ক, ব্রাহ্মণ পরিচায়ক নহে। এতদ্ব্যতীত আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, হর্ষবর্ম্মণের কন্যা দেবী রাজ্যমতিকে নেপালের ক্ষত্রিয় রাজা জয়দেব (বর্ম্মণ) বিবাহ করিয়াছিলেন। হর্ষ বর্ম্মণ ব্রাহ্মণ হইলে তাহার কন্যা কিরূপে ক্ষত্রিয় বিবাহ করিল ? অতএব পূর্ব্বোক্ত ভাস্কর বর্ম্মণ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। বোধ হয়, হুয়েন সাং ভাস্করের দেবভক্তি ও তাহার রাজ্যে হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাব সবিস্তার দর্শন করিয়া এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পণ্ডিত ইন্দ্রাজির মতে এই বংশ ভগদত্তবংশ সমুদ্ভূত। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর হইতে যে একবংশ একাদিক্রমে খ্রীষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছে, ইহা কিরূপেই বা বিশ্বাস হয় ? আসাম-বুরুঞ্জি-লেখকেরা ভগদত্তবংশীয় ২৩ জন রাজা স্বীকার করেন, এই ২৩ জন রাজাই বা কিরূপে এতকাল রাজত্ব করিল ? বাবু কৈলাস-চন্দ্র সিংহ বলেন, ভগদত্তবংশের বিলোপ হইলে কামরূপে কিছুকাল অরাজকতা থাকে, তৎপরে স্যাল নামক এক জাতি বর্ম্মা হইতে আসাম আক্রমণ ও অধিকার করে। এই স্যাল জাতিকে Dr. W. W. Hunter প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ (Thibeto Burman tribes) বলিয়া থাকেন এবং স্যাল বা লৌহিত্য জাতি হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরার ও মণিপুরের রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বর্ম্মণবংশ এই স্যাল আক্রমণের বা রাজত্বের পর প্রাধান্য লাভ করিয়া আসামে রাজত্ব আরম্ভ করেন। অনুমান ২০০ শত পূঃ খ্রীঃ এই বর্ম্মণ বংশ রাজত্ব আরম্ভ করেন ও খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে থাকেন। ইহারা ভগদত্তবংশীয় না হইলেও ভগদত্তবংশের সহিত কোন পারিবারিক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয়। সেই জন্য ইহারা ভগদত্ত বংশীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভগদত্তবংশ অনুমান ৬০০ পূঃ খ্রীঃ পর্য্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিল। তৎপরে স্যাল বা লৌহিত্যবংশ অনুমান ৬০০ পূঃ খ্রীঃ হইতে ২০০ পূঃ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব এবং বর্ম্মণ বংশ ২০০ পূঃ খ্রীঃ হইতে ৮০০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই শেষোক্ত বর্ম্মণ বংশের শেষ রাজা জল্পেশ্বর বর্ম্মণ ত্রিস্রোতা নদীর নিকট রত্ন-পীঠে স্বীয় নামে নামকরণ করিয়া মহাদেবের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তদবধি উহা জল্পেশ্বরের মন্দির নামে খ্যাত। জল্পেশ-পীঠের বিষয় পরে লিখিত হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, জল্পেশ নামক স্থানেই, (যথায় বর্ত্তমান মন্দির দৃষ্ট হয়) তাঁহার রাজধানী ছিল, কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার রাজধানী প্রাচীন গৌহাটীতেই ছিল। এই রাজা কত শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন, তবে কিম্বদন্তি অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, ইহার রাজ্য কীচক কর্ত্তৃক ধ্বংস

হয় এবং তিনি সবংশে নিহত হন। কীচক জাতি তাঁহার রাজ্য নষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ বিনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পরে পৃথু নামক কোন ক্ষত্রিয় রাজা, ত্রিস্রোতা নদীর পশ্চিমাঞ্চলে কীচক জাতিকে তাড়িত করিয়া, এক রাজ্য স্থাপন করেন, অদ্যাপি উক্ত রাজ্যের ভগ্নাবশেষ * জলপাইগুড়ীর ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ভিতর গড় নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই পৃথু রাজা কিরূপে কোথা হইতে এই রাজ্য স্থাপন করেন এবং কত কালই বা তাহার [illegible] স্থানে রাজত্ব করেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

"আসামে বর্ম্মণ বংশের পর পাল নামধারী এক রাজ-বংশ কামরূপের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়, তাহারা কোন্ বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বাঙ্গালার পালবংশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় রাজবংশ হইতে এই পালবংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। আসাম-বুরুঞ্জি-লেখকেরা বলেন যে, ভুটীয়া নামক এক পার্ব্বত্য জাতি আসামে আগমন করেন, সেই জাতির রাজারা পালনামধারী ছিল। সে যাহা হউক, উক্ত পাল বংশের আদি রাজধর্ম্ম পাল অনুমান খ্রীঃ ৮ম

* এই ভগ্নাবশেষের সবিশেষ বিবরণ Dr. W. W. Hunter's Statistical account of Bengal Vol. X. Page 265 দ্রষ্টব্য।

শতাব্দীতে কামরূপে একরাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার রাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই ধর্ম্মপালের রাজধানী অদ্যাপি ডিমলা রাজবাটীর ৯ মাইল দক্ষিণে ধর্ম্মপুর নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই ধর্ম্মপালের মাণিকচাঁদ নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ধর্ম্মপালের রাজ্ঞী বনমালার ভগ্নী ময়নাবতীকে (মিনাবতী ?) মানিকচাঁদ বিবাহ করেন, এই ময়নাবতী বড়ই বীর্য্যবতী ছিলেন। তিনি স্বীয় ভাশুর ধর্ম্মপালকে তিস্তা নদী তীরে এক যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং স্বীয় নাবালক পুত্র গোপীচন্দ্রের নামে রাজত্ব করিতে থাকেন। এদিকে ধর্ম্মপাল পরাজিত হইয়া অতি কষ্টে পলায়ন পূর্ব্বক জল্পেশ্বর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সন্ন্যাসীবেশে জীবনের অবশিষ্ট সময় এই মন্দিরেই কর্ত্তন করেন। অদ্যাপিও মন্দিরের কিছু দূরে স্থানীয় লোকেরা এক শিলা খণ্ডকে দেব ধর্ম্মপাল বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। এইরূপ বাঘপাল, ভীমেশ্বর, মানেশ্বর, তালেশ্বর প্রভৃতি নামে অন্যান্য ১৩।১৪ খণ্ড শিলা দৃষ্ট হয়। ইহারা বোধ হয় তন্নামক সিদ্ধপুরুষ বা এইরূপ সন্ন্যাসী, যাহারা জল্পেশ্বরের মন্দিরে স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণার্থ অদ্যাপিও পূজিত হইতেছে।

"উপরোক্ত গোপীচন্দ্রের বংশের লোপ হইলে, নীল-

ধ্বজ কমতাপুর বা গোসানীমারিতে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার রাজ্যলাভ সম্বন্ধে এক অতি আশ্চর্য্য গল্প আজ পর্য্যন্ত গোসানীমারিতে লোকমুখে শুনা যায়। ইহার পুত্র চক্রধ্বজ হস্তিনাপুর হইতে ভগদত্তের কবচ আনয়ন করেন ও বর্ত্তমান কমতেশ্বরীর মন্দির স্থাপন করেন। ইহার পর তৎপুত্র নীলাম্বর নামান্তরে কান্তেশ্বরের রাজত্ব-কালে, বাঙ্গালার নবাব আলাউদ্দিন হুশেন সাহ, ১৪৯৪ খ্রীঃ কমতাপুর আক্রমণ করেন এবং ১২ বৎসর অব-রোধের পর উক্ত রাজ্য ধ্বংস করেন। এই ঘটনার পর ১৬ বৎসরকাল কমতাপুরে অরাজকতা থাকে, তৎ-পরে কোচ জাতীয় চন্দন ১৫০০ খ্রীঃ কমতাপুরের রাজা হন। কথিত আছে, তিনি কান্তেশ্বরের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দন ও কান্তেশ্বর উভয়ে অপুত্রক ছিলেন। চন্দনের ভ্রাতা মদন পার্ব্বতীয় জাতির সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সুতরাং চন্দনের মৃত্যুর পর তাহার মাতৃস্বস্পুত্র বিশ্বসিংহ ১৫২৩ খ্রীঃ কমতাপুর বা বর্ত্তমান কোচবেহারের রাজা হন। ইনিই বর্ত্তমান কোচবেহার রাজবংশের প্রথম রাজা।

"পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপুর ও কমতাপুর রাজ্য বহুদূর ব্যাপী ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেননা তাহাদের সমকালে পূর্ব্ব দিকে আসামে আহম বা ইন্দ্রবংশীয় রাজগণ স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং পশ্চিমে ঠিক সেই সময়ে জল-

পাইগুড়ির অন্তর্গত ভিতরগড়ে পৃথু বংশ রাজত্ব করিতে-ছিল। এই সমস্ত রাজত্বের আয়তন কতদূর ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন। বোধ হয়, দিনাজপুর দার-জিলিং প্রভৃতি জেলার অনেক অংশ এই রাজ্যের অধীন ছিল। তৎপর ইহা নেপাল সামন্ত পৃথ্বী নারায়ণ কর্ত্তৃক ধ্বংস হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

"কালিকা-পুরাণে জল্পেশ্বরের উপাখ্যান যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। কামরূপের বায়ু কোণে মহাদেব জল্পীশ নামে আপনার অতুল লিঙ্গ দেখাইয়াছিলেন, যেখানে নন্দী জগৎপতির পূজা করিয়া স্বশরীরে গাণপত্য লাভ করিয়াছিলেন। নন্দিকুণ্ডে স্নান করিয়া নক্তব্রত করিবে, তাহার পর দিন জল্পীশ দেবের মন্দিরে গমন করিবে। সেখানে মহানদীতে স্নান করিয়া জল্পীশ দর্শন পূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইয়া সেই রাত্রি যাপন করিবে, পরদিন শিবদায়িনী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া অষ্ট-মীতে তাহার পূজা ও উপবাস করিবে। সেই দেবী চতু-র্ভুজা, পীনোন্নত পয়োধরা, সিন্দূরপুঞ্জ সদৃশ আভাময়ী, তাঁহার দক্ষিণ বাহুদ্বয়ে কৃত্তি ও খর্পর, এবং বাম বাহু-যুগলে অভয় ও বরদ, মাথায় জটা, রক্তবর্ণ, প্রেতোপরি উপবিষ্টা। পূর্ব্বে জামদগ্নের ভয়ে ভীত কতকগুলি ক্ষত্রিয় সন্তান ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া জল্পেশের শরণাগত হইয়াছিলেন, তাহারা আর্য্য ভাষা পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছ

ভাষায় কথা কহিত। তাহারা জল্পীশ দেবকে গোপন করিয়া রাখে। তাহারা জল্পীশের গণ স্বরূপ, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া জল্পীশ দেবের পূজা করিবে। এই জল্পীশ বরাভয় হস্ত, কুন্দ তুল্য শ্বেত বর্ণ। জল্পীশ দেবের পীঠ অতি পুণ্যপ্রদ। যে ইহার বিষয় সম্যক জানে, সে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে। [কালিকা-পুরাণ, ৭৭ অধ্যায়]

"পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জল্পেশ্বর নামক বর্ম্মণ বংশীয় কামরূপরাজ জল্পেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত মন্দির অনুমান ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঠান-বংশীয় দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ তোগলকের চীন আক্রমণ-কারী * সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় বলিয়া অনুমিত হয়।

* এখানকার অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে, এই মন্দির বিখ্যাত হিন্দুদেবদ্বেষী কালাপাহাড় কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি, পূজারীরা পর্য্যন্ত অদ্যাপি ঐরূপ সকলের নিকট ঘোষণা করেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, কালাপাহাড় উত্তর বঙ্গ কি আসামে কখনই আসেন নাই। মার্সম্যান সাহেব তাঁহার ভারত-বর্ষের ইতিহাসে তাহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস হয়, তবে তাহার নাম উল্লেখের এই একমাত্র কারণ হইতে পারে যে, তিনি উড়িষ্যায় হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংসের জন্য এত বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, ইতিহাসানভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই মুসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক কোন হিন্দুদেবমন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেই তাহা কালাপাহাড়ের সৈন্য কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, অনুমান করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? দিল্লির বাদ-

তৎকালে এ অঞ্চলে কোন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয়, এ অঞ্চল তখন ভোট বা নেপালের শাসনাধীন ছিল। সুতরাং বহুকাল যাবৎ উক্ত

সাহ মহম্মদ তোগলক যে চীন আক্রমণার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে উক্ত মহাত্মা মার্সম্যান সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"Finding his (Mahamed Togluk's) treasury exhausted by his extravagant schemes, he determined to replenish it by levying contributions on the Empire of China. A body of 100,000 men was accordingly sent across the snowy ranges, but it was attacked by a Superior force on reaching the confines of that Empire and obliged to retreat"
Part I. P. 61.

ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে বক্তিয়ার খিলিজি ভূটান ও ও আসাম জয় করণার্থ আসিয়াছিলেন। তাহা কর্ত্তৃকও এই মন্দির ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, অনুমান করা যাইতে পারে। তিনিও এই সকল প্রদেশে আসিবার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক স্থানের হিন্দুদেবমন্দির ধ্বংস করতঃ তাহার ইষ্টকাদি দ্বারা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিতেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া দেশজয়ে বহির্গত হইতেন। এই কারণে আমরা অনুমান করি যে, তাঁহা কর্ত্তৃক ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। মহম্মদ তোগলকের সৈন্যগণ উল্লিখিত প্রকারে পরাজিত হইলে, দেশে প্রত্যাগমন কালে যে, এই সকল মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

মন্দিরের সংস্কার না হওয়ায় উক্ত স্থান জঙ্গলে আবৃত ও হিংস্র জন্তুর বাসস্থান রূপে পরিণত হয়। লোকের অগম্য হওয়ায়, অনেক দিন যাবৎ জল্পেশ দেব জনসাধারণের স্মৃতিপথ হইতে একেবারে অন্তর্ধান হয়েন।”

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, চন্দনের মৃত্যুর পর ১৫২৩ খ্রীঃ বিশ্বসিংহ কমতাপুরের বা বর্ত্তমান কোচবেহারের রাজা হন। ইনি শিব বংশ সম্ভূত বলিয়া খ্যাত। ইঁহার শিশু সিংহ নামে এক সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। তিনি অতি-শয় পরাক্রমশালী ও কৌশলী ছিলেন। সুতরাং রাজ-কার্য্যের সমুদায় ভার ইঁহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। তজ্জন্য তিনি রায়কত (রায়=অধিপতি, কোট=দুর্গ) উপাধি প্রাপ্ত হন। বিশ্ব সিংহ রাজা হওয়ার পর রাজ্য বিস্তারে মনযোগী হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা শিশুসিংহের সাহায্যে কয়েক বৎসর মধ্যে উত্তরে ডালিম কোট, পশ্চিমে মহানন্দা নদী পার হইয়া নেপালের তড়াই পর্য্যন্ত, দক্ষিণে বর্ত্তমান রঙ্গপুরের অন্তর্গত ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিশু সিংহ সর্ব্ব শেষে পশ্চিম দিকের রাজ্য সকল জয় করেন। বিশ্ব সিংহ ভ্রাতার কার্য্যকারিতায় সন্তুষ্ট হইয়া এই শেষোক্ত অধিকৃত রাজ্য তাঁহাকে প্রদান করেন, তদবধি তাঁহার বংশধরেরা রায়কত উপাধিতে ভূষিত হইয়া ঐ সকল প্রদেশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। বিশ্ব সিংহ মহা পরাক্রমের সহিত প্রায়

৩০ বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়া ১৫৫৩ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র নর-নারায়ণ রাজা হন এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সাহায্যে সমস্ত আসাম জয় করিয়া, ঐ রাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করেন। এই শুক্লধ্বজ বর্ত্তমান বিজনী-রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ। বিখ্যাত কালা-পাহাড় কামখ্যার মন্দির ভগ্নপ্রায় করিয়াছিল। মহারাজ নর-নারায়ণ আসাম প্রদেশ জয়ের পর উক্ত মন্দির তদবস্থায় দেখিয়া পুনরায় নির্ম্মাণ করতঃ বিবিধ রত্নভূষণের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দেন। (১) এবং ব্রাহ্মণ-সেবাইতদিগকে ব্রহ্মোত্তর ও নিত্য পূজার নিমিত্ত জায়গীর প্রদান করেন। নর-নারায়ণ ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫৮৮ খ্রীঃ পরলোক গমন করিলে, লক্ষ্মী নারায়ণ রাজা হন। তিনিও সুখ্যাতির সহিত ৩৩ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৬২১খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। তদীয় পুত্র বীর-নারায়ণ রাজা হইয়া ৫বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে, এই বিস্তৃত রাজ্যে প্রাণনারায়ণ রাজা হন। ইনি নিজে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন এবং সংস্কৃতের বিলক্ষণ

---

(১) শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কোচ বেহারের ইতিহাস ২য় সংস্করণ, ৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন। কালা-পাহাড় যে এই সকল প্রদেশে আসে নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং এই মন্দিরও যে মহম্মদ তোগলকের সৈন্য-গণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আদর করিতেন। ইঁহার সময়ে সংস্কৃত শিক্ষা এদেশে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়। ইনি পঞ্চরত্ন নামে একটী সভা স্থাপন করেন। কবিরত্ন ও কবিভূষণ নামে দুই পণ্ডিত সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পরম শিব-ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, কোন সময়ে তাঁহার এই বিস্তৃত রাজ্যের উত্তরাংশে মৃগয়াচ্ছলে আগমন করায়, লোক-মুখে শ্রুত হন যে, কোনও একটী জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় একটী বন্য কামধেনু যাতায়াত করে, কিন্তু কোথায় কি হেতু যায়, তাহার অনুসন্ধান কেহই করিতে পারে নাই। মহারাজা প্রাণনারায়ণ এই কথা শুনিয়া সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত করেন ও আদেশ দেন যে, উক্ত কামধেনু কি নিমিত্ত কোথায় যায়, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করে। প্রহরিগণ আদেশ অনুসারে ক্রমে ২।৩ দিন দেখিতে পাইল যে, কামধেনু সেই জঙ্গলে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী ভগ্নাবশেষ প্রস্তর রাশির উপরে স্বীয় দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া পুনরায় যথা স্থানে চলিয়া যায়। এই বিষয় মহারাজা প্রাণ নারায়ণের নিকট প্রকাশ করায়, তিনি স্বয়ং ঐ স্থানে গমন করতঃ অনুসন্ধানে উক্ত ভগ্নাব-শেষ প্রস্তর রাশির নীচে গৌরী পাটসহ একটী শিবলিঙ্গ দেখিতে পান। তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভক্তির সহিত ঐ শিবলিঙ্গ যথা স্থানে রাখিয়া তদুপরি একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। সেই সময়ে উক্ত শিবলিঙ্গ সম-

ভূমি অপেক্ষা কিছু নিম্নে অবস্থিত থাকায়, তাহা স্থানান্তরিত না করিয়া, তদুপরি মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। এই নিমিত্ত মন্দিরে যাতায়াতের সিঁড়ী নিম্নাভিমুখে প্রস্তুত হইয়াছে। এই মন্দিরই আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান এবং ইহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের বিষয়ীভূত।

এই মন্দির প্রস্তুতের জন্য দিল্লী হইতে বিচক্ষণ কারিগর আনান হইয়াছিল, মন্দিরের কারুকার্য্য এবং শিল্প-নৈপুণ্য দৃষ্টে, ইহাই প্রতীত হয়। ইহার উচ্চতা গৌরী-পাট হইতে ডোমের উপরী ভাগ পর্য্যন্ত ১০৫ ফিট। ইহার লোয়ার বেচমেণ্ট বা গ্রাউণ্ড ফ্লোর দীর্ঘপ্রস্থে ১১৮ ফিট। দ্বিতীয় বেচমেণ্ট বা প্রথম ফ্লোর দীর্ঘ-প্রস্থে ৭০ ফিট। তৃতীয় বেচমেণ্ট বা ফ্লোর দীর্ঘে প্রস্থে ২৯ ফিট। ইহার চারিদিকে চারিটী বারাণ্ডা ৩২½ × ৩২½ ফিট করিয়া ও চারিটী ছোট ডোম ১৬½ × ১৬½ ফিট করিয়া আছে। প্রধান ডোমটী যে দেওয়ালের উপর স্থিত-তাহার পরিসর ৬ ফিট এবং বারাণ্ডা ও ছোট ডোম গুলি যে দেওয়ালের উপর স্থিত, তাহার পরিসর ৩¾ ফিট। ইহা ছাড়া প্রধান ডোমটীর গ্রাউণ্ড ফ্লোর বা লোয়ার বেচমেণ্টের ৬ ফিট দেওয়ালের মধ্য দিয়া তৃতীয় বেচমেণ্টে বা দ্বিতীয় ফ্লোরে উঠিবার জন্য ২½ ফিট পরিসর একটী সিঁড়ী আছে। এই দ্বিতীয় ফ্লোর হইতে ৩৬ ফুট উচ্চে প্রধান মন্দির সংলগ্ন কার্ণিশের চারি কোণে আরও চারিটী ডোম বা মিনারেট ছিল বলিয়া অনু-

স্থিত হয়। প্রধান ডোম একটী, দ্বিতীয় বেচমেণ্টের উপরিস্থিত ডোম ৪টী ও তৃতীয় বেচমেণ্টের উপরিস্থিত ডোম বা মিনারেট ৪টী, সর্ব্ব সমেত এই নয়টী লইয়াই এই মন্দির নবরত্ন বলিয়া বিখ্যাত। এই মন্দির রাজা প্রাণ নারায়ণ বাহাদুরের আদেশ ক্রমে প্রস্তুত আরম্ভ হয়, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ না হইতেই তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র মোদ নারায়ণ ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করেন।

এটী একটী তীর্থস্থান। বৎসর বৎসর ফাল্গুনা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে অর্থাৎ শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়, সমস্ত উত্তর বঙ্গ কেন, আসাম, বেহার ভূটান ও নেপাল প্রভৃতি প্রদেশ হইতে দলে দলে যাত্রীগণ আসিয়া ভক্তিভাবে দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকে। তদুপলক্ষে মন্দিরের অনতিদূরে বিস্তৃত একটী মেলা হয়। শিবরাত্রির দিন হইতে আরম্ভ হইয়া ন্যূনাধিক এক পক্ষকাল এই মেলা থাকে। (এই সময়ে ভূটীয়াগণ তাহাদের স্বদেশ উৎপন্ন দ্রব্যজাত ও প্রসিদ্ধ ভুটীয়া ঘোড়া প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে) তখন লোক সমারোহ ঘটিত অত্যহিত নিবারণার্থ মেলা স্থানে একটী পুলিশ ফাঁড়ি ও মাজিষ্ট্রেট আদালত স্থাপিত হয়।

মহারাজা মোদ নারায়ণ এই মন্দির নির্ম্মাণের পর

মন্দিরস্থিত কোন এক প্রস্তর খণ্ডে যে একটী শ্লোক লিখিয়া রাখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। রাজসাহি বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রায় মাধব চন্দ্র রায় বাহাদুর প্রায় ২০ বৎসর হইল, এই মন্দির মেরামতের প্রস্তাবনায় এষ্টিমেট প্রস্তুত করণোপলক্ষে দৃষ্টার্থে তথায় যাইয়া ঐ শ্লোক প্রাপ্ত হন।

শ্লোক।

শাকে বেদাব্দি কাল ক্ষিতি পরিগণিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ
প্রসাদঞ্চাতিরম্যং পুরচিত নবরত্নাখ্য মস্মিন্নর্ষাৎ।
রুক্মীণ্যাকান্তভুষ্ট্যৈ সমুদিত মনসা রামনাথেন রাজ্ঞা
দত্ত কান্তায় কান্তস্তু নিজনগরে তাতঃ সংকল্প সিদ্ধ্যৈঃ॥

এই শ্লোকের মর্ম্মানুসারে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ সময় ১৩৭৪ শাক। সুতরাং এই হিসাবে ইহার বয়স এক্ষণে ৪৪৪ বৎসর হইয়াছে, কিন্তু কোচবেহারের ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে, মহারাজা প্রাণনারায়ণের রাজত্ব ২৭০ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে, এইমত হাণ্টার সাহেবও স্বীকার করেন। বিশেষ তিনি আরও বলেন যে এই মন্দির ২৫০ বৎসরের নির্ম্মিত। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, এই মন্দিরের প্রকৃত বসয় ২৫০ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক, তবে যে শ্লোকে ৪৪৪ বৎসর লিখিত হইয়াছে; ইহাতে বোধ হয় যে, সে কেবল শ্লোক লেখক পণ্ডিত কি

পণ্ডিতদিগের এই মন্দিরটীকে প্রাচীনত্ব দেখাইবার জন্য এইরূপ লিখিত হইয়া থাকিবে। এই শ্লোকের শেষ চরণের অর্থ ইতিহাস-সংলগ্ন নহে। ইহার কারণ আমরা কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না।

মহারাজা মোদ নারায়ণ উক্ত মন্দির সংস্কার শেষ করিয়াই বিরত হন নাই। তিনি জল্পেশ দেবের পূজাদির নিমিত্ত নিজ কামরূপ হইতে তিনজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া পূজারি নিযুক্ত করিলেন এবং ২৭ জন দেউরি অর্থাৎ পরিচারক ও দুই জন প্রসাদবাহক ও এক জন পাইক এবং উভয় দরজার দুই জন দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করিয়া পূজারি ব্যতীত আর আর প্রত্যেককে বেতনের পরিবর্ত্তে এক এক খানি জোত এবং পূজারি তিন জনকে প্রত্যেক তিন খানী করিয়া জোত জায়গীর দিয়াছিলেন। পূজারিগণের মধ্যে এক জন বড় দেউরি অর্থাৎ প্রধান পূজারি পদে নিযুক্ত করায় তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ অতিরিক্ত আর ২ খানা ও নিত্য ভোগের চাউলের নিমিত্ত একখানা জোত দেবোত্তর দিয়াছিলেন। সর্ব্ব সমেত এই ৪৪ খানা জোতই জল্পেশ দেবের প্রকৃত জায়গীর সম্পত্তি। তদ্ব্যতীত অন্য আর দুই স্থানের দেবতার পূজার নিমিত্ত উক্ত প্রধান পূজারির জিম্মায় যে দুই খানা জোত থাকে, তাহাকেও ঐ সামিল করিয়া এক্ষণে জল্পেশ দেবের জায়গীর ৪৬ খানা বলিয়া প্রকাশ আছে। মন্দির রক্ষা ও সেবা পূজাদি

সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার উক্ত প্রধান পূজারির প্রতি ন্যস্ত ছিল। ঐ সমস্ত জোত জায়গীর দেওয়ার পর প্রধান পূজারিকে তাম্রফলকে একখানা সনন্দও দিয়াছিলেন, কিন্তু জানা গিয়াছে যে, সময় সময় শাসন পরিবর্ত্তন হওয়ায় নানাপ্রকার গোলযোগে ঐ সনন্দ হারাইয়া গিয়াছে।

এই স্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, মহারাজা শিব পূজার যেরূপ সুচারু বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, মন্দির রক্ষার্থে সময় সময় তাহার মেরামত ইত্যাদি কার্য্যের ব্যয়াদির জন্য কোনরূপ বন্দবস্ত করিয়া যান নাই। একমাত্র কারণ এই উপলব্ধি হয় যে, হয় তিনি ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, না হয় ইহার নির্ম্মাণ প্রণালীর উৎকৃষ্টতা দেখিয়া ইহার বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করিয়া কোন বন্দোবস্ত করিয়া যান নাই। যাহাই কেন হউক না, মহারাজ ঐরূপ কোন বন্দোবস্ত করিয়া না যাওয়াতেই, এই সুন্দর বৃহদায়তন কারুকার্য্য শোভিত প্রাচীন মন্দিরের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রধান পূজারি যখন মন্দিরের যাবতীয় কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি নিজ মনোমত কার্য্যের শৃঙ্খলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি উক্ত ২৭ জন পরিচারকগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক ভাগের লোকেরা ২ মাস করিয়া

কার্য্য করিবে, এই নিয়মেই একাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। এই মন্দিরের সংস্রবে আরও অনেক গুলি দেবতা আছে। তাহাদের সেবা পূজাদির কার্য্যও ঐ সমস্ত পূজারি ও লোকজনের দ্বারা সম্পন্ন হইত। মন্দিরের নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ মধ্যে বিভাগ অনুসারে যাহারা যখন কার্য্য করিত, তাহাদের এতই বাহুল্য কাজ ছিল যে, ঐ সমস্ত লোকের দ্বারাই কোন প্রকারে কার্য্য চলিয়া আসিতেছিল। তদ্ব্যতীত মন্দিরের নির্ম্মাণ অনুসারে বর্ষার কয়েক মাস গৌরীপাট জলময় থাকায়, নিত্য পূজার সময়, ঐ সকল লোকেই জল সেচন করিয়া থাকে।

এই সময় মন্দিরে সজীবতা ছিল। এদিকে দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে শিবের জন্য ।০ সের চাউলের ভোগ হইত, তাহা দ্বারা পরিচারকমণ্ডলী ব্যতীত অভ্যাগত ব্যক্তি মাত্রই প্রসাদ পাইত। তাহা ছাড়া মহারাজার নিজব্যয়ে একটী সদাব্রত ছিল। তজ্জন্য মহারাজার প্রতি বৎসরে ১১.০০ নারায়ণী মুদ্রা দিতে হইত। এই সময় এই স্থান তীর্থ পর্য্যটক যোগী সন্ন্যাসীদের একটী প্রধান আড্ডা ছিল। এক্ষণে যেরূপ মন্দিরে জলকষ্ট ও স্থানাভাব তখন সেরূপ ছিলনা, মন্দিরের উত্তরে ও দক্ষিণে যে দুইটী পুষ্করিণী আছে, তখন তাহার জল অতিশয় নির্ম্মল ছিল। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে গাত্র সংলগ্ন ৮টী ছোট বড় বারেন্দা আছে, তাহা এক্ষণে যেরূপ বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ি-

য়াছে ; তখন সেরূপ না থাকায়, তাহাতে সকল যোগী সন্ন্যাসী অতিথি ও অভ্যাগতের রাত্রি যাপনের যথেষ্ট স্থান ছিল। কিন্তু কালে যেমনই মন্দিরের অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তেমনই পূজারি ও পরিচারকদিগের অর্থ পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে যোগী সন্ন্যাসী-দের আদর অভ্যর্থনাও কমিতে লাগিল ; সুতরাং অল্লাধিক পরিমাণে অত্যাচারও দেখা দিল। কাজেই তাহারা পার্য্য-মানে ঐ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিত না। এই সকল নানা কারণে কয়েক বৎসর, যাবত কোচবেহারের মহারাজার সদাব্রত উঠিয়া যায়। ইহার পরেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ব্বে গৌরব যাহা ছিল, তাহা ১৮৯০ খ্রীঃ ভূটানের বন্দো-বস্তের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ সাণ্ডার সাহেব কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্ব গৌরবের কোন চিহ্নই আর পরি-লক্ষিত হয় না, কেবল জনশ্রুতি মাত্র আছে।

এই মন্দির নির্ম্মাণের পর এতদঞ্চলের শাসন প্রণালীর (গবর্ণমেণ্ট) বহুবার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তন্মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটী পরিবর্ত্তন নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। কোচ-বেহারের মহারাজা মহেন্দ্রনারায়ণের সময়, সুযোগ বুঝিয়া ভূটীয়ারা সদলে নামিয়া আসিয়া কোচবেহার রাজ্যের সমু-দায় উত্তরাংশ জয় করিয়া অনেক বৎসর যাবত ঐ স্থানে আপন শাসন স্থিরতর রাখে। কথিত আছে এই সময়ে মন্দি-রকে চূড়া বিহীন দেখিয়া ভূটীয়াগণ তদুপরি বর্ত্তমান অষ্ট-

ধাতু নির্ম্মিত চোঙ্গাকার একটী কলস স্থাপন করে এবং বৌদ্ধবীজমন্ত্র শোভিত ছোট বড় কয়েকটী ঘণ্টা প্রদান করে। এই সকল ঘণ্টা অদ্যাপিও মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। এই সময়ে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা (রায়কত) দর্পদেব পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। তিনি এই ভূটীয়াদিগকে ঐ সকল প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করায়, তাহারা তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। তদবধি বৈকুণ্ঠপুরের রাজার সহিত ভূটীয়াদের চিরশত্রুতা জন্মে, সুতরাং সুযোগ পাইলে কেহই কাহাকে এতৎ প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে ক্রটি করিত না। এই কারণে ঐ সকল প্রদেশে নানারূপ অত্যাচার হইতে থাকে, তজ্জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৬ খ্রীঃ ভূটান জয় করিতে বাধ্য হন। তদবধি ভূটানের নিম্নস্থান অর্থাৎ বর্ত্তমান ওয়েষ্টারণ্ ডুয়ার ইংরাজ শাসনাধীনে আছে।

উল্লিখিত প্রকারে বহুবার শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু কেহই মন্দিরের জায়গীর সম্পত্তি লইয়া গোলযোগ করেন নাই। ভূটীয়ারা যদিও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও অনেক বৎসর যাবত ঐ সকল প্রদেশ আপন শাসনাধীনে রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহারা জল্পেশ দেবের জায়গীর সম্বন্ধে কোনরূপ গোলযোগ করা দূরে

থাকুক, তাহার আয় বৃদ্ধি করিতে পারিলে বরঞ্চ সুখী হইত। এমনও শুনা গিয়াছে যে, তাহারা যখনই কোন কার্য্য বশতঃ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আগমন করিতেন, তখনই এই মন্দিরে আসিয়া শিবের পূজা এবং যথেষ্ট পরিমাণে দান ধ্যান করিতেন। ভুটীয়াদের পর ঐ সকল প্রদেশ যখন বৈকুণ্ঠপুরের শাসনাধীনে আইসে, তখন তাহার কোন কথাই নাই। বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা (রায়কতেরা) হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী এবং শিববংশ বলিয়া বিখ্যাত, সুতরাং তাঁহারাও যে তদ্বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহা নিশ্চয়। ইহাদের পর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল প্রদেশ জয় করিয়া পূর্ব্বে দুইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুইবারের কোন বারেই মন্দিরের ঐ সকল জায়গীর জোতের বন্দোবস্ত করা দূরে থাকুক, ঐ সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ হয় নাই। কিন্তু ১৮৯০ সালের ৩য় বার বন্দোবস্তের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ সাণ্ডার ঐ সকল জোত খাষ করিয়া বন্দোবস্ত করার জন্য গবর্ণমেণ্টে লিখেন। তখন সার চার্লস্ ইলিয়টের আমল ছিল, সুতরাং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোনই আপত্তি উত্থাপন না করিয়া তাঁহাকে ঐ সকল জোত খাষ করতঃ বন্দোবস্ত করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী তিনি বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রুত হইয়া পূজারিরা তদ্বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কয়েক-

খানী দলিলসহ গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিলেন "কিন্তু এতদঞ্চলের এই একটীমাত্র মন্দিরের প্রাচীনত্ব দেখিয়া এবং জন সাধারণের—বিশেষ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত ভূটানের প্রজা সাধারণের এই একটী মাত্র উপাস্য দেব মন্দির আছে বিবেচনা করিয়া তৎরক্ষার্থে গবর্ণমেণ্টের কিছু করা কর্ত্তব্য" বিবেচনায় নিম্নোক্ত প্রকারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে ৪৬ খানি জোতের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, গত সেটেলমেণ্টে তাহার আয় ২৭০৯ টাকা স্থিরতর হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট ৯৮৯ টাকা লাভ ও সরঞ্জামী ইত্যাদি বাবদ রাখিয়া বাকি ১৭২০ টাকা এই নিয়মে বৎসর বৎসর প্রদান করিবেন যে, পূজারি ৩ জন প্রত্যেকে তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে বৎসর বৎসর ৭২০৲ টাকা পাইবে এবং মন্দির মেরামত করিয়া রাখিবার জন্য জলপাইগুড়ীতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটী কমিটী গঠিত হইয়া তাহার হস্তে বৎসর বৎসর ১০০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ঐ কমিটী ঐ টাকা দ্বারা এবং জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদা দ্বারা ঐ মন্দির মেরামত করিয়া রাখিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট উক্ত এক হাজার টাকা এবং তৎসঙ্গে পূজারিদের ৭২০৲ টাকা বাজেয়াপ্ত করিবেন।

তদনুসারে জলপাইগুড়ীর ডিপুটী কমিশনার বাহা-

দুরের আদেশক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু অটলবিহারি মৈত্র ডিপুটী কালেক্টর বাহাদুর ১৮৯৪ খ্রীঃ ২৩ মে তারিখের ৩২৯ নং জি সারকুলার দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে আহ্বান করিয়া ঐ সনের ৪ঠা জুন তারিখে একটী কমিটী গঠিত করেন। তদবধি এই কমিটী পূর্ব্বোক্ত ১০০০৲ টাকা এবং পূজারিগণ ও তাহাদের প্রাপ্য টাকা গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারি হইতে পাইতে লাগিলেন।

এই কয়েক বৎসর কমিটীর সেক্রেটারী ও মেম্বর গণের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বর্ত্তমানে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ মেম্বর ও সেক্রেটারী আছেন—

মেম্বর গণ—

শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, জুনিয়ার পুলিষ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কোচবেহার।
„ কুমার ভবেন্দ্রদেব কোঙর (জোতদার)।
„ জলপাইগুড়ী ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার
„ হৃদয়নাথ বাগছি, উকীল।
„ মুশব্বর বগুলীয়া, জোতদার।
„ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, জোতদার।
„ বৈদ্যনাথ দাস, জোতদার।
„ জয়চন্দ্র সান্যাল, উকীল।
„ হরমোহন দাস, ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান জলপাইগুড়ি রাজষ্টেট্

„ হেমেন্দ্রনাথ রায় বর্ত্তমান ম্যানেজার জল-পাইগুড়ী রাজষ্টেট্‌

„ তারিণীপ্রসাদ রায়, বি, এল,

„ ময়নাগুড়ীর তহশীলদার,

„ শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী, জোতদার।

„ সত্যময় চট্টোপাধ্যায়, হেডক্লার্ক রেভিনিউ-বিভাগ জল পাইগুড়ী

„ শশীকুমার নিয়োগী, এম, এ, বি, এল,।

„ উমাপতি রায়, বি, এল,।

„ শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল,।

সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত।

এদিকে পূজারিগণ কমিটী গঠনের সময় হইতে রীতি-মত গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারি হইতে তাহাদের প্রাপ্য টাকা পাইতে লাগিলেন। কমিটী গঠনের কয়েক মাস পরে তখনকার সেক্রেটারী মহাশয় শিবের পূজা ও ভোগ ইত্যাদি বাবদ গবর্ণমেণ্ট কোন রূপ বন্দোবস্ত করেন নাই বলিয়া তদ্বিষয়ে আর ও ১১৬০৲ টাকা মঞ্জুর করান জন্য গবর্ণ-মেণ্টে লিখিলেন। তখনকার ডিপুটী কমিশনার কর্ণেল বয়লো সাহেব বাহাদুর ঐ টাকা মঞ্জুর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিয়া পাঠান, কিন্তু কমিশনার সাহেব বাহাদুর নানা আপত্তির মধ্যে "এই টাকা মঞ্জুর করিলে গবর্ণমেণ্টের লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির যে প্রধান কারণ সর-

কারের আয় বৃদ্ধি তাহা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়” বলিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট তাহার মতেই মত দিয়া এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হুকুমই বলবৎ রাখিলেন। সুতরাং পূজারিরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনা আপনির মধ্যে বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের প্রাপ্য ২০৲ টাকা হইতে কিয়দংশ শিবপূজার ব্যয়াদি বহনার্থ খরচ করিতে বাধ্য হইলেন। তদবধি শিব পূজা “না করিলে নয়” এই ভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

কালের সর্ব্বসংহারক পরাক্রমে এই সুচারু দেবনিকেতন ধ্বংস প্রায় হইয়াছে। এখন আর সে শ্রী নাই, সে দৃঢ়তা নাই, ইষ্টকাদি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। মন্দিরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়! অচিরে পুনঃ সংস্কার না হইলে অনতিবিলম্বে ইহা ভগ্নাবশেষ স্তূপ রাশিতে পরিণত হইবে। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, এই দেবায়তনের প্রতি এতদিন কাহারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রীলশ্রীযুক্ত মহামতি সার চার্লশ ইলিয়ট বাহাদুর ১৮৯০ সালে এই প্রদেশ পরিদর্শন করিতে আসিয়া এই মন্দির দেখিতে পান। ইহার ইদানীন্তন দুরাবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়। পরে তাঁহার অণ্ডার-সেক্রেটারী মেঃমড সাহেব বাহাদুর তাঁহার ১৮৯১ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখের ৪৯৪নং চিঠি দ্বারায় বাঙ্গালার ল্যাণ্ড রিকার্ডস্ এণ্ড এগ্রিকলচার বিভাগের

ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট এই বিষয় উক্ত ছোটলাট সাহেব বাহাদুর যেমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"His Honor is however, of opinion that the existence of this fine temple, which, it is understood, is the only one in the dooars and is much venerated by the people of those parts, justifies government in doing something for its presveration."

এই মন্দির মেরামত করিতে কত টাকার প্রয়োজন হইবে, এতদিন তাহার অবধারণ ও উপযুক্ত টাকা সংগ্রহের কোন উপায় করিতে না পারায়, এই কমিটী মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে কোনরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। অধুনা বর্ত্তমান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত মহাশয়ের প্রযত্নে কথিত মন্দিরের সংস্কার জন্য একটি নক্‌শা প্রস্তুত ও আনুসঙ্গিক ব্যয়ের সংখ্যা অবধারিত হইয়াছে। তদনুসারে কার্য্য করিতে গেলে ৩৫০০০৲ পয়ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন ও একান্ত অপরিহার্য সংস্কার সাধনেও ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকার আপাততঃ আবশ্যক।

উপরোক্ত নক্‌সা ও ইষ্টিমেট প্রস্তুত জন্য প্রথমতঃ জলপাইগুড়ীর শ্রীযুক্ত ডিপুটী কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট অনুরোধ করা হইলে, তিনি ঐ বিষয়ের ভার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতি

অর্পণ করেন। গগন বাবুর অনুমতি অনুসারে শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন লাহা ওভারসিয়ার মহাশয় মোটামুটী একটী খসড়া নক্সা প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিলে, গগন বাবু ঐ বিষয়ে সবিশেষ তদন্ত করিবার নিমিত্ত নিজে মন্দিরে গিয়াছিলেন। তথায় যাইয়া কোচবেহারের পবলিক ওয়ার্ক বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়কে আনয়ন করতঃ উভয়ে পরামর্শ পূর্ব্বক উক্ত খশড়া নক্শা কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিবার আবশ্যক হওয়ায় কেদার বাবু তাহা কোচবেহারে লইয়া যান এবং আবশ্যক মত সংশোধন পূর্ব্বক বর্ত্তমান নক্শা ও ইষ্টিমেট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই নক্শা ও ইষ্টিমেট প্রস্তুত করিতে উক্ত মহাশয়গণ বহুতর পরিশ্রম স্বীকার করায়, কমিটী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

কমিটীর হস্তে কেবল মাত্র ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা থাকায় এবং অনতিবিলম্বে মেরামত কার্য্য আরম্ভ না করিলে কাল বিলম্বে আরও অধিক টাকার প্রয়োজন হইবে বিধায় উক্ত অপরিহরণীয় সংস্কার কার্য্যের জন্য ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকার মধ্যে কমিটীর হস্তে স্থিত ৫০০০৲ টাকা বাদ ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে কর্জ্জ লইয়া উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে অত্রস্থ ডিপুটি কমিশনার বাহাদুরের নিকট আবেদন করা হয়, কিন্তু উক্ত

ডিপুটি কমিশনার বাহাদুর তাঁহার ১৮৯৬ সনের ১৭ জুন তারিখের চিঠী দ্বারা কমিটির সেক্রেটারীকে জানান যে, "গবর্ণমেণ্ট ঐ রূপ কর্জ দিবেন না।" ইত্যবসরে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের আদেশ সূত্রে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট উক্ত ১০০০৲ টাকা ও পূজারি দিগের ৭২০ টাকা এবং ঐ সমস্ত টাকা আদায়ের সরঞ্জামী খরচা ইত্যাদি বাবদ শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে ১৮০৲ টাকা মোট ১৯০০৲ টাকা আয়ের পরিমাণ বাজেয়াপ্তি জায়গীর জোতের কতক অংশ কমিটি ও পূজারির হস্তে দিবার মনস্থ করিয়া ডিপুটি কমিশনার বাহাদুরকে আদেশ করেন এবং তিনি ঐ সংবাদ কমিটিকে জ্ঞাপন করিলে কমিটি উক্ত ১০০০০৲ টাকা সংগ্রহের আর কোন উপায় না দেখিয়া যে দলীল দ্বারা ঐ সকল জোত কমিটির হস্তে ন্যস্ত হইবে, তাহার সর্ত্ত সকল এরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ হইবে যে, তাহা দ্বারা ঐ সকল জোত রেহেণ আবদ্ধ রাখিয়া অন্য কাহারও নিকট হইতে উক্ত টাকা কর্জ্জ করা যাইতে পারে, এই মর্ম্মে ডিপুটী কমিশনর বাহাদুরকে লেখায়, তিনি কমিটির এই অকিঞ্চিৎকর আবেদনও অগ্রাহ্য করিয়া কমিটিকে জানাইলে, কমিটি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুনরায় পুরাতন কীর্ত্তি সংরক্ষণার্থ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের হাতে যে এক ফণ্ড আছে, তাহা হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য পাওয়ার প্রার্থনায় উক্ত গবর্ণমেণ্টকে এই সম্বন্ধে অনুরোধ করিয়া

পাঠাইবার নিমিত্ত ডিপুটি কমিশনার সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করায় তিনি তাঁহার ১৮৯৬ সালের ১১ই মে তারিখের ৪৬১ নং জি চিঠী দ্বারা ঐ প্রার্থনাও নামঞ্জুর করিয়া লিখেন যে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ডিপুটী কমিশনারগণ যখন ঐ বিষয়ে, লিখিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তখন তিনি উক্ত সম্বন্ধে আর লিখিতে পারেন না।

উল্লিখিত প্রকারে কমিটি এষ্টিমেটের লিখিত ৩৫০০০৲ টাকা মধ্যে কমিটীর হস্তে স্থিত ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা বাদ ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা নিতান্ত পক্ষে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকাও সংগ্রহ করণ বিষয়ে অকৃত কার্য্য হইয়া বিশেষ চিন্তিত আছেন। এদিকে ইঞ্জিনিয়ারগণ মন্দিরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বলিতেছেন যে,যতই ইহার মেরামত কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে বিলম্ব হইবে ততই কমিটীকে এষ্টিমেটের অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে। এমন কি এইরূপে ৮।১০ বৎসর মধ্যে মেরামত কার্য্য আরম্ভ না হইলে ইহার পুনঃ সংস্কার সুদূর পরাভূত হইবে। ওদিকে কমিটির হস্তে যে অল্প কিছু টাকা আছে তাহা দ্বারা মেরামত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে যদি উপযুক্ত সময় মধ্যে নিতান্ত পক্ষে উক্ত ১০০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারা যায়, তবে এই টাকাও ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় হইবে। যদিও কমিটি ৮।১০ বৎসর অপেক্ষা করিয়া জায়গীর সম্পত্তির আয় হইতে ঐ সময় মধ্যে ৮।১০ হাজার সংগ্রহ পারেন,

কিন্তু দীর্ঘকাল পরে, হয়ত, বর্ত্তমান সময়ে কেবল অপরিহার্য্য সংস্কারের জন্য যে ১৫০০০৲ হাজার টাকা লাগিবার কথা, তাহার স্থলে দ্বিগুণ লাগিবে। এই মন্দির তখন সংস্কারের উপযুক্ত থাকিবে কিনা, তাহাও অনিশ্চিত। এই সকল কারণ বশতঃ, কতিপয় বিজ্ঞ লোকের পরামর্শে, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সহৃদয়, হিন্দু-ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয়গণের যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, ভূতভাবন পতিতপাবন পার্ব্বতীনাথের এই জীর্ণপ্রায় মন্দির-সংস্কার-কার্য্য, ৺ মহাদেবকে স্মরণ করিয়া, আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে কমিটী কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, তাহা রাজা, জমিদার ও ধনী মহাজন প্রভৃতি মহোদয়গণের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর থাকিল। ভরসা করি, তাঁহারা কমিটীকে কখনই এই কার্য্যে ভগ্নোৎসাহ করিবেন না।

সমাপ্ত।